কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 20 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ... 2 ......

নতুন নেতৃত্বের 'দৌড়'

মো. আরিফুল হক, বাকৃবি ▷

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) শাখা ছাত্রলীগের কমিটি প্রায় দেড় মাস আগে বিলুপ্ত হলেও এখনো হয়নি নতুন কমিটি। এদিকে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের নতুন কমিটি নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের তেমন আগ্রহ না থাকলেও নতুন কমিটিতে ঠাঁই পেতে দৌড়ঝাঁপ করছে নেতাকর্মীরা। অন্যদিকে ক্যাম্পাসে নতুন কমিটি গঠনের জন্য গত ১১ অক্টোবর কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের পাঁচ সদস্যের একটি দল ক্যাম্পাসে এসে নতুন কমিটিতে পদ পেতে আগ্রহী নেতাকর্মীদের কাছ থেকে জীবনবৃত্তান্ত নিয়েছে। এ সময় নতুন কমিটিতে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদ পেতে আগ্রহী প্রায় ৪৩ জন ছাত্রলীগ নেতাকর্মী জীবনবৃত্তান্ত জমা দিয়েছে বলে জানা গেছে। অন্যদিকে শাখা ছাত্রলীগের নতুন কমিটিতে পদপ্রত্যাশী নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসে নিজেদের অবস্থান জানান দিতে প্রায় পাল্টাপাল্টি শোডাউন করছে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগকে খুশি করতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে দল বেঁধে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিগত বাবু-সাইফুল কমিটি বিলুপ্ত হওয়ার পর থেকেই বাকৃবি শাখা ছাত্রলীগের কমিটিতে সভাপতি পদ প্রত্যাশী প্রায় এক ডজন নেতা কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের বর্তমান ও সাবেক নেতাদের সঙ্গে 'সখ্য' করেছেন। সেই সঙ্গে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন হলেও গড়ে তুলেছেন নিজেদের কর্মী বাহিনী। সভাপতি পদের জন্য ক্যাম্পাসে সমর্থক নেতাকর্মীদের বাগিয়ে নেওয়ার দিক দিয়ে এগিয়ে আছেন নেত্রকোনার মো. রুবেল মিয়া। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব অ্যাগ্রিবিজনেস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে এমবিএ কোর্সে অধ্যয়নরত। ছাত্রলীগের এই নেতা ক্যাম্পাস ছাত্র রাজনীতিতে অন্যদের থেকে সিনিয়র। ছাত্রজীবনের শুরু থেকেই ছাত্রলীগের সঙ্গে জড়িত থাকা রুবেল মিয়া গত ২০১২ সালের আজাদ-ইমন কমিটিতে অর্থ সম্পাদক হিসেবে পদ পেলেও বিগত বাবু-সাইফুল কমিটিতে পদবঞ্চিত ছিলেন। তবে ছাত্রলীগের এই নেতার রাব্বী হত্যাকাণ্ড মামলার ১৪ নম্বর আসামিসহ আজাদ-ইমন কমিটির বিভিন্ন অরাজকতায় সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগ রয়েছে। পরে ওই মামলা খারিজ করে নেন বাদী রাব্বীর বাবা দুলাল মিয়া। ওই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কারও হন তিনি। ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের ক্লিন ইমেজধারী হিসেবে পরিচিত ফরিদপুরের সবুজ কাজীও সভাপতির দৌড়ে আছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচ্ছন্ন ছাত্র রাজনীতি করলেও কৃষি অনুষদের কৃষিতত্ত্ব বিভাগে এমএসে অধ্যয়নরত এই নেতার বিরুদ্ধে মাদকের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। ছাত্রলীগের এই নেতাও ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের রাজনীতিতে সিনিয়র। ছাত্রজীবনের শুরু থেকেই ছাত্রলীগের সঙ্গে জড়িত থাকা ওই নেতা ২০১২ সালের আজাদ-ইমন কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে থাকলে কোনো পদ পাননি বাবু-সাইফুল কমিটিতে। তবে পদবঞ্চিত হয়েই মাদকের দিকে বেশি ঝুঁকেছিলেন বলে ক্যাম্পাসে গুঞ্জন রয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ

এদিকে সভাপতি পদের জন্য আরেক দাবিদার বগুড়ার এস এম রায়হান। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ নেতাকর্মীই তাঁর অনুসারী। নিজের অনুসারীদের কাছে জনপ্রিয়তা থাকলেও তাঁর বিরুদ্ধে শিক্ষক মহলে রয়েছে নেতিবাচক ধারণা। ক্যাম্পাসে শিক্ষক-শিক্ষার্থী লাঞ্ছনার মতো ঘটনায় সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে রায়হানের বিরুদ্ধে। তিনিও রাব্বী হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার হন।

স্থানীয় প্রভাব খাটিয়ে সভাপতি পদ বাগাতে চান নেত্রকোনার আরিফ মাহমুদ। ছাত্রজীবনের শুরু থেকেই ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকলেও গ্রুপিংয়ের ফাঁদে পড়ে ছাত্রলীগের বিগত কমিটিগুলোতে কোনো পদ পাননি আরিফ। এ ছাড়া সভাপতি পদের জন্য লড়ছেন বিগত শাখা ছাত্রলীগের বাবু-সাইফুল কমিটির যুগ্ম সম্পাদক পাহাড়ি জেলা রাঙামাটির অর্পি হাওলাদার, বিশ্ববিদ্যালয়ে ধূর্ত রাজনীতিবিদ হিসেবে খ্যাত শাহীন আহমেদ, কৃষি অনুষদ ছাত্র সমিতির সাধারণ সম্পাদক জামালপুরের ফয়সাল ইসলাম জয়, আনোয়ারুল ইসলাম, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ওবায়দুল ইসলাম অপু, মনিরুল হাসান পলাশ ও নাশিদ কামাল কিরণ।

অন্যদিকে শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য জীবনবৃত্তান্ত জমা পড়েছে সভাপতি পদের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। সিনিয়র নেতাদের পাশাপাশি এই পদের জন্য আবেদন করেছে জুনিয়র বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী। জুনিয়র ওই নেতাকর্মীরা সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে লবিংয়ে এগিয়ে রয়েছে বলে ক্যাম্পাসে গুঞ্জন রয়েছে।

তবে সাধারণ সম্পাদক পদের লড়াইয়ে সব থেকে ভালো অবস্থানে রয়েছেন রংপুরের খন্দকার তায়েফুর রহমান রিয়াদ। কৃষি অনুষদ ছাত্র সমিতির সহসভাপতি হিসেবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কাছে বেশ জনপ্রিয় তিনি। ক্যাম্পাসে আরেক ক্লিন ইমেজধারী নেতা ময়মনসিংহের রাহাদুজ্জামান আকন্দ সাধারণ সম্পাদক পদের দৌড়ে এগিয়ে আছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটিরিনারি অনুষদের শারীরবিদ্যা বিভাগের এমএস শিক্ষার্থী। জুনিয়র নেতাকর্মীদের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক পদে এগিয়ে আছেন ময়মনসিংহের সজল মোস্তাক ইভান। এদিকে ক্যাম্পাসে চেইন (শিকল) প্রিন্স খ্যাত আজহারুল ইসলাম প্রিন্সও সাধারণ সম্পাদক পদে লড়ছেন। ক্যাম্পাস ছাত্রলীগের জুনিয়র নেতাকর্মীর মধ্যে জনপ্রিয় রাজশাহীর রাব্বি হাসান অপু। শাখা ছাত্রলীগের সর্বকনিষ্ঠ ওই নেতা স্কুল জীবন থেকেই ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

এদিকে সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য একমাত্র নারী প্রার্থী হিসেবে জীবনবৃত্তান্ত জমা দিয়েছেন ভেটিরিনারি অনুষদের ফার্মাকোলজি বিভাগের এমএস শিক্ষার্থী শামীমা নাসরিন প্রিয়া। তিনি ভেটিরিনারি অ্যাসোসিয়েশনের নেতা ছিলেন। এ ছাড়া সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য জীবনবৃত্তান্ত জমা দিয়েছেন আতিকুর রহমান, মো. আরেফিন হাসান শাওন, এনাম আহমেদ, নূরে আলম তপন, নাঈম হোসেন, আল-আমিন ও মাঈনুদ্দীন রুবেল।

এদিকে বাকৃবি শাখা ছাত্রলীগের নতুন কমিটি গঠনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম জাকির হোসেন বলেন, ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগে ক্লিন ইমেজধারী বৈধ শিক্ষার্থীদের নিয়েই শাখা ছাত্রলীগের কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। শিগগিরই কমিটি ঘোষণা করা হবে।

উল্লেখ্য, ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতির সঙ্গে বিরোধের জেরে গত ৬ সেপ্টেম্বর বাকৃবি শাখা ছাত্রলীগের কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। পরে ৬ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ।